পিঁপড়াদের রাজ্যে

হারুন ইয়াহিয়া
(অনুবাদঃ হোমায়রা বানু)

স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তার ওপাশের বাড়িটির বাগানে রোজই ওমর কিছুক্ষণ থামে। সেখানে ওমরের বিশেষ পছন্দের একজন বন্ধু আছে, যার কথা কেউ জানে না। তাকে দেখতে যেতে ওমরের কখনো ভুল হয় না। এত বুদ্ধিমান বন্ধু তার আর নেই। দেখতে ছোট হলে কি হবে, সে অনেক বড় বড় কাজ করে। খাটতেও পারে খুব। সৈনিকের মত সব কাজ সে সময়মত আর সুন্দরভাবে শেষ করে। ওমরের মত স্কুলে না পড়লেও নিজের দরকারী সব কাজই সে করতে পারে।

তোমরা অবাক হচ্ছ এই বন্ধুটি কে হতে পারে ভেবে, তাই না? এই অজানা বন্ধুটি হচ্ছে একটি ছোট্ট পিঁপড়া, যে ভারী আশ্চর্য সব কাজ করতে পারে।

তোমরা বোধহয় শোননি পিঁপড়ারা কত দক্ষ আর বুদ্ধিমান হতে পারে। কেউ কেউ হয়তো ভাব যে ওরা অন্যান্য পোকার মতই সারাদিন কিছু না করে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একথাটা ভুল, অন্যান্য বহু প্রাণীর মতই ওরাও নিজেদের জগতে নিজেদের মত চলে।

বন্ধুটির কাছ থেকে ওমর তার জীবনের কত কিছু যে জানতে পারে! তাইতো সে বন্ধুকে দেখতে যেতে কখনো ভুল করে না, আর তার সাথে গল্প করতে এত ভালবাসে।

পিঁপড়াদের জগতের কাহিনী ওমরকে খুবই অবাক করে। সে তার ছোট্ট বন্ধুর মেধা, বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষ গুণ সবাইকে জানাতে চায়।

কি সেই জিনিস ওমরকে এত উত্তেজিত করে? কেন সে পিঁপড়ার জগত নিয়ে অভিভূত? তোমরা নিশ্চয়ই জানতে চাইছ সে কথা। তাহলে পড়ে যাও...

দুনিয়াতে যে কোন প্রজাতির প্রাণীর চাইতে পিঁপড়ার সংখ্যা বেশী। প্রতি ৪০ জন মানবশিশুর বিপরীতে ৭০০ মিলিয়ন পিঁপড়া জন্ম নেয়। অর্থাৎ মানুষের চেয়ে পিঁপড়ার সংখ্যা বহুগুণে বেশী।

পিঁপড়াদের পরিবার অনেক বড় হয়। আমাদের পরিবার যেখানে হয়তোবা ৪/৫ জনের, সেখানে পিঁপড়ারা থাকে অগণিত। একবার ভেবে দেখ, যদি তোমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোন থাকত, একটি মাত্র বাসায় কুলাতো কি? মোটেই না!

এখানেই অদ্ভুত ব্যাপারের শেষ নয়, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া একত্রে মিলে মিশে থাকে কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই। তারা সবাই সব নিয়ম মেনে পরিপাটিভাবে চলে।

কোন কোন পিঁপড়া পরিবার দর্জির কাজ করে, কেউ চাষীদের মত নিজেদের ফসল ফলায়, অন্যান্যরা পশু খামারে ছোট ছোট পশু পালন করে। যেভাবে লোকেরা গরু পোষে ও দুধ দোয়ায়, তেমনি পিঁপড়ারাও ছোট ছোট গাছ-উকুন (এফিড) পোষে ও তাদের দুধ দোয়ায়।

এবার দেখি পিঁপড়াদের জগত নিয়ে ওমর কি বলে :

Igi : মাটির তলা থেকে একটা ছোট্ট মাথা বের হতে দেখেই আমি প্রথমে ওকে খেয়াল করি। ওর মাথাটা ছিল শরীরের তুলনায় বড়। আমি অবাক হলাম যে কেন এটা এরকম হল, আর আরো ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম। ছোট্ট শরীরে বড় মাথাটা বাসায় ঢোকার মুখে প্রহরীর মত কাজ করছিল। কিভাবে জান? যে সব পিঁপড়া তাদের বাসায় ঢুকতে চাইছিল, সে দেখছিল তারা তার নিজ পরিবারের কিনা, অন্য কেউ হলে সে তাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না।
তারপর তার সাথে দেখা করে আমি জানতে চাইলাম ভেতরে কি হচ্ছে। আমার আগ্রহ বুঝতে পেরে বন্ধুটি আমাকে সবকিছু বলতে লাগল। আমার সবচেয়ে যা আশ্চর্য লাগছিল তা হল কিভাবে এই বড় মাথাওয়ালা পিঁপড়ারা তাদের নিজেদের বাড়ির লোক চিনে ঢুকতে দেয়।

\\\CCO\ :ওমর, তোমাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে আমাদের পরিবারকে আমরা বলি উপনিবেশ, অর্থাৎ আমরা উপনিবেশ নামের গোষ্ঠীভুক্ত। যে কোন পিঁপড়া সহজেই তার নিজ উপনিবেশের পিঁপড়াকে চিনতে পারে। সে তার শরীরে যে এন্টেনা আছে, তা দিয়ে অন্য পিঁপড়াকে স্পর্শ করে কে অপরিচিত তা বুঝতে পারে। আমাদের মাথায় ছোট পাতলা দাঁড়াগুলোই এন্টেনা। ভাগ্যিস, আমাদের নিজস্ব উপনিবেশের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। অপরিচিত পিঁপড়াকে আমরা ঢুকতে দিই-ই না বরং কখনো কখনো জোর করে তাকে দূরে সরিয়ে দেই।

ওমর তাদের নিরাপত্তার এই সুষ্ঠু পদ্ধতির বিবরণ শুনে খুবই অবাক হল এবং ভাবল কিভাবে তাহলে অপরিচিত পিঁপড়ারা বাসায় ঢোকার সাহস করে। তার বন্ধু একথা শুনে হাসল আর বলল যে অবাক হবার মত আরো বহু কিছু আছে।

তারপর পিঁপড়াটি তাকে বলল : "তাহলে তুমি যা জানতে অধীর হয়ে আছ তাই বলি বরং। আমাদের উপনিবেশে যারা বাস করে তাদের মধ্যে আছে রাণী পিঁপড়া, পুরুষ পিঁপড়া, সৈন্য আর কর্মী পিঁপড়া।
রাণী আর পুরুষ পিঁপড়া মিলে আমাদের পিঁপড়াদের জন্ম দেয়। রাণী পিঁপড়া হচ্ছে সবচেয়ে বড়। সৈন্যরা আমাদের বাসা পাহারা দেয়, শিকার করে, বাসা বানানোর নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বের করে। শেষ দল অর্থাৎ কর্মী পিঁপড়ারা সবাই মেয়ে, তবে তারা বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। তারা রাণীর সেবাযত্ন করে আর বাচ্চাদের দেখাশুনা করে, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে ও খাওয়ায়।

এছাড়াও তাদের আরো কাজ আছে। বাসার ভেতরে তারা চলাফেরার জন্য নতুন করিডোর তৈরী করে, খাবার খুঁজে আনে, বাসা পরিষ্কার করে। সৈন্য পিঁপড়া আর কর্মী পিঁপড়ারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে। কেউ বাচ্চা পালে, কেউ ঘর বানায়, কেউ খাবার যোগাড় করে। প্রত্যেক দলই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। একদল শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে বা শিকার করতে গেলে অপর দল বাসা বানায়, আরো একদল তখন বাসা পরিষ্কার করে ও মেরামত করে।"

যতক্ষণ ওমরের ছোট্ট বন্ধুটি এসব বলছিল, ওমর খুব অবাক হয়ে শুনছিল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল : "তোমার কি বাসার দরজায় সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বিরক্ত লাগে না? তুমি আর কি কি কর?"

পিঁপড়াটি বলল : "আমি একজন কর্মী, আমার কাজ হচ্ছে দরজা পাহারা দেওয়া। তুমি দেখছ না, আমার মাথা কত বড়, যাতে তা বাসায় ঢোকার মুখ বন্ধ করে রাখে? আমি যে এই কাজ করতে পারি, তাতেই আমি খুশী। খুব আনন্দের সাথেই আমি কাজ করি, কখনও বিরক্তি আসে না,

বরং আমার বন্ধুদেরকে আমি বিপদ থেকে বাঁচাতে পারছি, এটাই বড় কথা।”

জবাব শুনে ওমরের খুব মজা লাগল। পিঁপড়ারা সব সময়ই নিজের কথা না ভেবে অন্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, কোন সমস্যা হচ্ছে না তা নিয়ে—যা বেশীর ভাগ সময়ই মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না।

ছোট্ট বন্ধুটির কথায় সে বুঝতে পারল যে বাসার ভিতরে পিঁপড়ারা সমস্ত কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। তাদের জীবন খুব শৃঙ্খলার সাথে চলে এবং তাদের নিঃস্বার্থ হতে হয়। তারপর তার মনে হল ওরা কি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে? কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল বা শক্তিশালী মনে করে। তার বন্ধু বলল যে এমন কিছু কখনো ঘটেনি এবং আরো বলল :

“আমাদের পরিবার অনেক বড়, ওমর। আমাদের মধ্যে কোন হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমরা সবাই সবাইকে সাহায্য করি, আর উপনিবেশের ভালর জন্য কাজ করি। উপনিবেশের সবকিছুই আত্মত্যাগের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। সবাই আগে চিন্তা করে তার বন্ধুদের ভালর কথা, তারপর নিজের কথা। যেমন, এখানে যখনি খাবারের অভাব হয়, কর্মী পিঁপড়ারা সরবরাহকারী পিঁপড়া হয়ে যায় এবং তারা তখন নিজেদের পেটে জমা করা খাবার থেকে অন্যকে খাবার সরবরাহ করে। যখন প্রচুর খাবার সঞ্চিত থাকে বসতিতে, তারা আবার কর্মী পিঁপড়া হিসাবে কাজ করে।

আমি প্রায়ই শুনি যে প্রকৃতিতে জীবিত প্রাণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। কখনো এসব কথায় বিশ্বাস করো না। আমরা খুব ভাল করেই জানি যে সফলতা পেতে হলে সহযোগিতা করতে হয়। ওমর বললো যে পিঁপড়াটি নিজের সম্বন্ধে ও তার উপনিবেশ সম্বন্ধে যা বলেছে, তা সহযোগিতার খুব

ভাল উদাহরণ। সে খুব খুশি হলো একথা জানতে পেরে যে আল্লাহ তাকে এত নিঃস্বার্থ, সাহায্যকারী ও বন্ধুদের প্রতি অনুরাগী করে তৈরী করেছেন। এসব শুনে সে সংকল্প করলো যে সে
অন্ততঃ পিঁপড়াদের মত অন্যদের নিয়ে চিন্তা করবে এবং এমন একজন হতে চেষ্টা করবে যাকে আল্লাহ ভালবাসেন।

স্কুলে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে সে উঠে পড়ল, তবে পরের দিন আসবে বলে বন্ধুকে কথা দিল।

পরের দিন ওমর সে জায়গায় গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তার ছোট্ট বন্ধুর জন্য। কয়েক মিনিট পরেই তাকে দেখা গেল। সে বলল যে এখানে আসার জন্য সারারাত সে ছটফট করেছে। পিঁপড়ার বাসার ভিতরে কি আছে তা বলার কথাটা সে বন্ধুকে মনে করিয়ে দিল। পিঁপড়াটি তখন তার বাসার কথা বলতে শুরু করল :

আমরা ছোট প্রাণী হলেও আমাদের বাসা সে তুলনায় বিশাল, ঠিক যেন বিরাট সৈন্য দলের সদর দপ্তর। অপরিচিত কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না, তুমি তো জানই কেন, আমার মত অনেক পাহারাদার রয়েছে দরজায় দরজায়। ভেতরে চলছে প্রতিদিনকার নিয়মিত কাজকর্ম। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও কর্মীরা সুপারিকল্পিত ভাবে তাদের কাজ করে চলেছে। আমাদের ঘর বাড়িগুলো আভ্যন্তরীণ কাজের জন্য খুবই উপযোগী। প্রত্যেক কাজের আলাদা বিভাগ রয়েছে, আর সেগুলির নকশা এমন যে সৈন্য পিঁপড়া ও আমাদের মত কর্মী পিঁপড়ারা সহজে কাজ করতে পারে।

তাছাড়া তৈরীর আগেই আমরা আমাদের প্রয়োজন চিন্তা করে দেখি। যেমন, আমাদের বাসার নীচতলায় খুব সামান্য সূর্যের আলো ঢুকতে পারে, কিন্তু এমন কিছু বিভাগ আছে যেখানে সূর্যের আলো প্রয়োজন। সেই

বিভাগগুলি আমরা উপরতলায় এমনভাবে তৈরী করি যাতে সেগুলি সবচেয়ে বেশী সূর্যের আলো পেতে পারে। আবার কিছু কিছু বিভাগ কাছাকাছি থাকলে সুবিধা হয়, সেগুলি সেভাবেই তৈরী হয় যাতে সবসময় এক বিভাগ থেকে অন্যটায় তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। আমাদের গুদামঘর, যেখানে অতিরিক্ত জিনিস রাখা হয়, আলাদাভাবে বাসার একপাশে তৈরী করা হয়। ভাঁড়ার ঘর, যেখানে আমরা আমাদের খাবার জমা করে রাখি তা এমন জায়গায় থাকে যেখানে সহজে পৌঁছানো যায়। তাছাড়াও বাসার ঠিক মাঝখানে বড় একটা হল ঘর থাকে যেখানে আমরা সবাই বিশেষ কোন উপলক্ষে একত্রিত হতে পারি।" এসব শুনে ওমর তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল : "সত্যিই কি তোমরা এসব কর? আমি জানতাম না যে পিঁপড়ারা এত দক্ষ প্রকৌশলী ও স্থপতি হিসাবে কাজ করতে পারে। যারা এত নিখুঁত বাসা বানাতে পারে, তাদের বহুবছর স্কুলে যেতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয় শেখার জন্য। তোমরা কিভাবে শেখ?"

উত্তরে পিঁপড়া তার বন্ধুদের সম্পর্কে আরো বিস্ময়কর কথা বলতে লাগলো :

"না, ওমর। আমরা সবাই এসব ব্যাপারে পারদর্শী। আমাদের এসব শেখানো হয়নি কখনো, কিন্তু আমরা জানি কখন কিভাবে কাজ করতে হয়। শুধু তাই না, এমন আরো কিছু আছে যা শুনে তুমি অনেক বেশী অবাক হবে।

আমি তো আগেই বলেছি, আমাদের আকারের তুলনায় আমাদের বাসা অনেক অনেক বড়। তবুও এর প্রতিটি অংশেই তাপমাত্রা সমান। আমাদের বাসায় কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি খুবই উন্নতমানের। তার ফলে সারাদিন ঘরের তাপমাত্রা একই রকম থাকে। এরকম যাতে থাকে সেজন্য আমরা বাড়িটির চারপাশ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখি, ভিতরে গরম ঢুকতে পারে না। এভাবে শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস ও

গ্রীষ্মকালে গরম বাতাস ভিতরে ঢোকে না। সবসময়ে একই তাপমাত্রা বজায় থাকে।"

পিঁপড়ারা যে এসব করতে পারে, এই ছোট্ট বন্ধুটির দেখা না পেলে ওমর কখনোই তা বিশ্বাস করতো না। সে তাকে বলল : "তুমি এসব বলার আগে অন্য কেউ যদি আমাকে তোমার বাসার বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞাসা করত যে কারা এমন বাসা বানাতে পারে, তাহলে আমি হয়তো অন্য কিছুর নাম বলতাম। আমি বলতাম যে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং সুদক্ষ মানুষ ছাড়া কারো পক্ষেই এমন বাসা বানানো সম্ভব নয়। কেউ যদি বলতো যে এই বাসাটি মানুষ বানায়নি, বানিয়েছে পিঁপড়ারা, সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না।"

যখন সে তার পিঁপড়া বন্ধুর সাথে কথা বলছিল, তার মাথায় নানারকম চিন্তার আনাগোনা চলছিল। সে ভাবছিল এরা মানুষের চেয়ে কত দক্ষ, আর এই প্রাণীদেরকে সে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছিল। যে বুঝতে পারল সে আল্লাহই এই পিঁপড়াদের তৈরী করেছেন এবং তারা যা কিছু করে তার পিছনে আল্লাহরই প্রেরণা রয়েছে। তা না হলে এসব জিনিস এত সুন্দরভাবে তারা কখনোই করতে পারতো না।

যতক্ষণ তার মনে এসব চিন্তা ঘুরছিল, তার ছোট্ট বন্ধুটি কথা বলে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে ওমরের তার সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানার কৌতূহল হলো। প্রথম যে প্রশ্নটা তার মনে এল তা হচ্ছে, কিভাবে পিঁপড়ারা চাষীদের মতো কাজ করে—যা সে আগে শুনেছিল। কিভাবে এত ছোট পিঁপড়ারা কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই জমি চাষ করে যা কোন মানুষও পারবে না?

পিঁপড়াটি বলল : "আমাদের সম্পর্কে আরেকটি কথা জেনে নাও, তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হবে। আমরা দেখতে প্রায় একই রকম হলেও আমাদের জীবনযাত্রা ও চেহারা অনুযায়ী আমাদের অনেক ভিন্ন ভিন্ন দল আছে। প্রায় ৮৮০০ রকমের পিঁপড়া আছে। প্রত্যেক প্রজাতির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। চাষী পিঁপড়াও হচ্ছে এরকম এক প্রজাতির পিঁপড়া। এখন তাদের কথা শোন। তাদেরকে বলা হয় "আট্টাস" অর্থাৎ পাতাকাটা পিঁপড়া। তাদের আসল বৈশিষ্ট্য হল যে সব পাতা তারা কেটে টুকরো করে, তা তারা মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসে। এজন্য প্রথমে তারা রাস্তাকে মসৃণ করে ফেলে চলাচলের সুবিধার জন্য। বাসা পর্যন্ত পাতা বয়ে নেওয়ার রাস্তাটি দেখতে ছোট একটা মহাসড়কের মত। তারা ধীরে ধীরে সে পথে হেঁটে যায়, সাথে বয়ে নিয়ে যায় মাটিতে পড়ে থাকা ছোট ডাল-পাতা, কাঁকর, ঘাস, বুনো লতা এবং এভাবে এগুলি সরিয়ে ফেলে নিজেদের জন্য পথ পরিষ্কার করে।

দীর্ঘ ও কষ্টকর পরিশ্রমের পর মহাসড়কটি সোজা ও মসৃণ হয়ে যায়, ঠিক যেন কোন যন্ত্র দিয়ে সমান করা হয়েছে। তারপর পাতাকাটা পিঁপড়ারা তাদের শক্ত চোয়ালে বড় বড় পাতার টুকরো কামড়ে ধরে তাদের বাসার দিকে হেঁটে চলে, পাতার আড়ালে তাদের শরীর ঢাকা থাকে।

Igi : তুমি কি বলতে চাও তারা পাতার আড়ালে লুকায়? তাদের কি লুকানোর কোন কারণ আছে?

WCCOV : কখনো কখনো তাদেরকে সাবধান হতে হয়, ওমর। কারণ একটি মাঝারি আকারের পাতা কাটা পিঁপড়া সারাদিন ঘরের বাইরে পাতা বয়ে কাটায়। এসময় তাদের পক্ষে নিজেদের বাঁচানো কঠিন, কারণ তারা চোয়ালে কামড়ে পাতা বয়ে নিয়ে যায়, অথচ আত্মরক্ষা করতে হলে চোয়াল খালি থাকা খুবই দরকার।

Igi : তাহলে যদি তারা আত্মরক্ষা করতে না পারে, কে তাদের বাঁচাবে?

wCCOw : পাতাকাটা পিঁপড়াদের সাথে সবসময় ছোট আকারের কর্মী পিঁপড়া থাকে। তারা বয়ে নেওয়া পাতার উপরে চড়ে বসে পাহারা দেয়। আকারে ছোট হলে কি হবে, শত্রুর আক্রমণের সময় তারা তাদের বন্ধুদের রক্ষা করে।

Igi : আত্মত্যাগের এটা আরেকটা চমৎকার উদাহরণ। আচ্ছা, আরেকটা কথা, এই পাতাগুলি দিয়ে কি করা হয়? কেনই বা সারাদিন ওরা পাতা বয়ে বেড়ায়?

wCCOw : চাষের জন্য পাতা দরকার। এই পাতাগুলি থেকে ছত্রাক জন্মায়। পিঁপড়া পাতা খেতে পারে না। তাই কর্মী পিঁপড়ারা পাতার টুকরা চিবিয়ে স্তূপ করে রাখে, তারপর তাদের বাসার নীচতলায় সেগুলিকে রেখে দেয়। এই চিবানো পাতার স্তূপে ছত্রাক জন্মায় এবং এই ছত্রাকের কাণ্ড থেকে পিঁপড়ারা খাবার সংগ্রহ করে। কিভাবে এই পিঁপড়ারা নিজে নিজে এতসব বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটায় ভেবে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ?

Igi : সত্যিই তাই, কিভাবে ওরা এতসব করে আমি বোঝার চেষ্টা করছি। আমাকে যদি তুমি ছত্রাক জন্মাতে বল, আমার পক্ষে তা করা মোটেও সম্ভব হবে না। আমি যা করতে পারি তা হচ্ছে কিছু বই পড়া বা যারা জানে তাদের জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু পাতা কাটা পিঁপড়ারা কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই এটা করছে।

তুমি আর তোমার বন্ধুরা কিভাবে এত গুণের অধিকারী হলে তা আমি এখন ভালভাবেই বুঝতে পারছি। এই কাজগুলি করার উপযোগী করেই

তোমাদের বানানো হয়েছে। পাতাকাটা পিঁপড়ারা চাষবাস সম্পর্কে জ্ঞান নিয়েই জন্মেছে। আল্লাহ, যিনি সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাদের এই দক্ষতা দিয়েছেন। তিনিই তোমাকে ও তোমার বন্ধুদেরকে এসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সহ তৈরী করেছেন।

\\CCO\\ : ঠিকই বলেছ, ওমর। এসবকিছুই আমরা জেনে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাদের এই জ্ঞান তাঁর নিয়ামত হিসাবে দিয়েছেন।

আবারও দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে ওমর বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্কুলের দিকে চলল। হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণের শোনা কথাগুলিই তার কানে বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সে নিজেও নানা ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেল।

পিঁপড়াদের কাজকর্মের দক্ষতা বিপুল বিজ্ঞতার নিদর্শন। এই বিজ্ঞতা পিঁপড়াদের নয়, যারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র। এদের দক্ষতার মাঝে আল্লাহর জ্ঞান ও কুশলতার প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ, যিনি পিঁপড়াদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজ সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে নিহিত শিল্পকুশলতা তুলে ধরতে এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের দিয়ে এমন সব কাজ করাচ্ছেন যা তারা কখনোই নিজ ইচ্ছা ও জ্ঞানের দ্বারা করতে পারতো না।
ওমরের বন্ধু তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং নিঃস্বার্থ স্বভাবের জন্য আল্লাহর কাছে ঋণী। যা কিছুই পিঁপড়ারা করছে তা আল্লাহরই শক্তি ও জ্ঞানের প্রমাণ, পিঁপড়ার নয়।

সবকিছু চিন্তা করে সে বুঝতে পারল যে কিছু সত্য তথ্য তার পুরনো অনেক ধারণাই বদলে দিয়েছে। জীবিত প্রাণীদের সম্পর্কে যে সব গল্প প্রচলিত আছে অর্থাৎ হঠাৎ করে একদিন প্রাণের উদ্ভব হলো এবং সময়ের

সাথে সাথে তারা নানা বিষয়ে দৈবক্রমে দক্ষতা অর্জন করলো—সে বুঝতে পারলো এ সবই মিথ্যা। কিভাবে তা সত্যি হতে পারে? একবার ভেবে দেখ কিভাবে পিঁপড়ারা একে অপরের সাথে সুচারুভাবে কথা বলতো যদি তারা দৈবক্রমে অস্তিত্ব লাভ করতো? কিভাবে তারা কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়া একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো এবং নিখুঁত বাসা বানাতো? যদিইবা তারা দৈবক্রমে জন্মে থাকে ও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েও থাকে, কিভাবে তারা পরের জন্য এই বিপুল আত্মত্যাগ করতো?
স্কুলে সারাদিন সে এই চিন্তাই করলো। সন্ধ্যায় ফিরে সে ঠিক করল যে সে কুরআন পড়বে, যা আল্লাহ সকল মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। যে আয়াতটি সে প্রথমে পড়লো তা হচ্ছে :

"নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে), হে আমাদের রব, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।" [সূরা আলে-ইমরান ১৯০-১৯১]

সে সম্পূর্ণভাবে এই সত্য বিশ্বাস করলো যে একমাত্র আল্লাহই পিঁপড়াদের, তাকে, তার মাকে ও বাবাকে, তার ভাইকে ও জগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তার ছোট্ট বন্ধুটি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে : আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

আমার বিশ্বাস যে লেখাটি পড়ে তোমরাও ওমরের মতই সত্যকে বুঝতে পারবে আর জানতে পারবে যে আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তখন তোমরা বলবে : "ডারউইন মিথ্যাবাদী, সে বলেছে—জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি হয়নি, দৈবক্রমে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। আমাদের চারিদিকে এত সব

অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন জীব ছড়িয়ে আছে যে এটা চিন্তা করা অসম্ভব যে হঠাৎই এগুলি অস্তিত্ব লাভ করেছে।"

তোমরাও যদি কোনদিন ওমরের মত কোন ভাল বন্ধুর দেখা পাও, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তা যেন ভুলে যেও না। আল্লাহর শিল্পকুশলতা নিয়ে অনুসন্ধান কর ও চিন্তা কর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা ডারউইনের মতো কোন মিথ্যাবাদীকে পাও, তাহলে তাকে তোমার ছোট বন্ধুদের বৈশিষ্ট্যগুলি শুনিয়ে দিও এবং বলো যে তোমরা কখনো তাদের অর্থহীন মিথ্যায় বিশ্বাস করবে না।

---o---